গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ ঢাকা।
www.dshe.gov.bd

স্মারক নং-৩৭.০২.০০০০.১০১.২৩.০০২.২২-(অংশ-৩)**৬৬৪৫/১১** তারিখ: ১৫ এপ্রিল, ২০২৪ খ্রি.

১৭ এপ্রিল, ২০২৪ ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ০৮ এপ্রিল ২০২৪খ্রি. তারিখের নং-৩৭.০০.০০০০.০৬৫.২৩.০০১.২২.৯৯ সংখ্যক স্মারকপত্রের নির্দেশনা মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক।

১৫/০৪/২০২৪
(রূপক রায়)
সহকারী পরিচালক (সাধারণ প্রশাসন)
ফোন: ০২-২২৩৩৫০০৬৮
ad-admin@dshe.gov.bd

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)
১. সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
২. পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন/মাধ্যমিক/পরিকল্পনা ও উন্নয়ন/প্রশিক্ষণ/অর্থ ও ক্রয়/মনিটরিং অ্যান্ড ইভালুয়েশন), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা;
৩. পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, সকল অঞ্চল/ পরিচালক, এইচএসটিটিআই (সকল);
৪. অধ্যক্ষ, সরকারি/বেসরকারি কলেজ/টিটিসি (সকল);
৫. উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, বিদ্যালয় ও পরিদর্শন শাখা (সকল অঞ্চল);
৬. জেলা শিক্ষা অফিসার, (সকল জেলা);
৭. প্রধান শিক্ষক, সরকারি/বেসরকারি বিদ্যালয় (ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলসহ), (সকল);
৮. উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, (সকল);
৯. সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট, ই.এম.আই.এস সেল, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা (পত্রটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ);
১০. মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা;
১১. সংরক্ষণ নথি।

সময় নির্ধারিত

অতীব জরুরি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
সমন্বয় শাখা
www.shed.gov.bd.

নং-৩৭.০০.০০০০.০৬৫.২৩.০০১.২২.৯৯

তারিখ: ২৫ চৈত্র, ১৪৩০
০৮ এপ্রিল, ২০২৪

বিষয়: আগামী ১৭ এপ্রিল, ২০২৪ ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উদযাপন উপলক্ষে প্রণীত কর্মসূচি পালন সংক্রান্ত।

সূত্র: মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর স্মারক নং-৪৮.০০.০০০.০০১..০৫৭.০০১.২৪.৬৯, তারিখ: ২৭ মার্চ ২০২৪।

উর্পযুক্ত বিষয় ও সূত্রোস্থ পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ১৭ এপ্রিল ২০২৪ ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উদযাপন উপলক্ষে মাননীয় মন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর সভাপতিত্বে গত ২৭ মার্চ ২০২৪ তারিখে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ সংশ্লিষ্ট নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

"শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে মুজিবনগর দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে "ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা" শীর্ষক আলোচনা সভা, মোনাজাত/প্রার্থনার আয়োজন।"

এমতাবস্থায়, আগামী ১৭ এপ্রিল ২০২৪ ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উদযাপন উপলক্ষে মাননীয় মন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর সভাপতিত্বে গত ২৭ মার্চ ২০২৪ তারিখে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার উপর্যুক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ননামতে।

(সীমা রানী ধর)
উপসচিব
ফোন: ২৫৫১০১০৮৫
ই-মেইল : sas_s4@moedu.gov.bd

__বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):__

১. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, আগারগাঁও, ঢাকা।
২. মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।

__অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:__

১. সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়,পরিবহন পুল ভবন, ঢাকা।
২. সচিবের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অধ্যক্ষের কার্যালয়
সরকারি সা'দত কলেজ
করটিয়া, টাঙ্গাইল।

কলেজ কোড
শিক্ষা মন্ত্রণালয় : ০০৭০
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় : ৫৩০১
EIIN : ১১৪৭৪৭

ফোন ঃ ০৯২১-৬২৫৫৯, e-mail : principalsaadatcollege@yahoo.com web : www.saadatcollege.gov.bd

স্মারক নং- ০২/ ৯৩৯ /স: সা: ক:/২০২৩-২০২৪

তারিখ : ০৩ বৈশাখ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
১৬ এপ্রিল ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

অফিস আদেশ

১৭ এপ্রিল, ২০২৪ খ্রি. ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাবৃন্দের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হলো। কমিটিকে অধ্যক্ষ মহোদয়ের সংগে পরামর্শক্রমে সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

১. প্রফেসর সুব্রত কুমার সাহা, বিভাগীয় প্রধান, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ --------------------------- আহবায়ক
২. জনাব মোঃ আতিকুর রহমান, প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ ---------------------------------- -- সদস্য
৩. জনাব এস.এম. ছুলায়মান কবীর, সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ ------------------------ সদস্য সচিব

স্বাঃ
অধ্যক্ষ
সরকারি সা'দত কলেজ
করটিয়া, টাঙ্গাইল

স্মারক নং- ০২/ ৯৩৯ /স: সা: ক:/২০২৩-২০২৪

তারিখ : ০৩ বৈশাখ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
১৬ এপ্রিল ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরিত হলো :

১. উপাধ্যক্ষ, সরকারি সা'দত কলেজ
২. বিভাগীয় প্রধান (সকল) সরকারি সা'দত কলেজ
৩. সম্পাদক, শিক্ষক পরিষদ, সরকারি সা'দত কলেজ
৪. আহ্বায়ক, ICT ও কম্পিউটার ল্যাব. পরিচালনা কমিটি, সরকারি সা'দত কলেজ (কলেজের website -এ প্রদর্শনের অনুরোধসহ)
৫. প্রফেসর/ড./জনাব ....
৬. অফিস কপি।

সরকারি সা'দত কলেজ, স্থাপিত ঃ ১৯২৬ খ্রি., করটিয়া, টাঙ্গাইল

১৬.০৪.২০২৪
অধ্যক্ষ
সরকারি সা'দত কলেজ
করটিয়া, টাঙ্গাইল

অধ্যক্ষ
সরকারি সা'দত কলেজ
করটিয়া, টাঙ্গাইল
১৬/৪/২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অধ্যক্ষের কার্যালয়

সরকারি সা'দত কলেজ

করটিয়া, টাঙ্গাইল।

কলেজ কোড
শিক্ষা মন্ত্রণালয় : ০০৭০
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় : ৫৩০১
EIIN : ১১৪৭৪৭

ফোন ঃ ০৯২১-৬২৫৫৯, **e-mail :** principalsaadatcollege@yahoo.com **web :** www.saadatcollege.gov.bd

তারিখ : ০৩ বৈশাখ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ / ১৬ এপ্রিল ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

বিজ্ঞপ্তি

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর স্মারক নং-৪৮.০০.০০০.০০১.০৫৭.০০১.২৪.৬৯, তারিখ : ২৭ মার্চ, ২০২৪ খ্রি. মোতাবেক ১৭ এপ্রিল, ২০২৪ খ্রি. ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা-এর ১৫ এপ্রিল, ২০২৪ খ্রি. তারিখের স্মারক নং-৩৭.০২.০০০০.১০১.২৩.০০২.২২-(অংশ-৩)৬৬৪৫/১১ সংখ্যক স্মারক পত্রের নির্দেশনা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এ কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য সম্মানিত শিক্ষকমন্ডলী, শিক্ষার্থী, শিল্পোলোক, বি.এন.সি.সি, রোভার স্কাউট ও রেডক্রিসেন্ট ইউনিটের সদস্যবৃন্দ এবং কর্মচারীবৃন্দকে যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। বিষয়টি জরুরী।

কর্মসূচি :

সকাল ১০:৩০ টা : " ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা" শীর্ষক আলোচনা সভা

কলেজ গাড়ি ছাড়ার সময়সূচি :

টাঙ্গাইল নতুন বাসস্ট্যান্ড থেকে ছাড়ার সময়	: সকাল ৯:৪০ টায়
টাঙ্গাইল পুরাতন বাসস্ট্যান্ড থেকে ছাড়ার সময়	: সকাল ৯:৫০ টায়

বি.দ্র. অনুষ্ঠান শেষে ০১ টি গাড়ি কলেজ ক্যাম্পাস থেকে ছেড়ে যাবে।

১৬.০৪.২০২৪

অধ্যক্ষ
সরকারি সা'দত কলেজ
করটিয়া, টাঙ্গাইল।

অধ্যক্ষ
সরকারি সা'দত কলেজ
করটিয়া, টাঙ্গাইল।
১৬/৪/২৪

বিতরণ

১. উপাধ্যক্ষ, সরকারি সা'দত কলেজ
২. বিভাগীয় প্রধান (সকল), সরকারি সা'দত কলেজ
৩. সম্পাদক, শিক্ষক পরিষদ, সরকারি সা'দত কলেজ
৪. হোস্টেল সুপার (সকল হোস্টেল), সরকারি সা'দত কলেজ
৫. আহ্বায়ক, ICT ও কম্পিউটার ল্যাব. পরিচালনা কমিটি, (কলেজের website -এ প্রদর্শনের অনুরোধসহ)
৬. শিল্পোলোক/বি.এন.সি.সি/রোভার স্কাউট/রেডক্রিসেন্ট ইউনিট, সরকারি সা'দত কলেজ
৭. নোটিশ বোর্ড
৮. অফিস কপি।

"ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা"
শীর্ষক আলোচনা সভা
প্রধান অতিথি ঃ প্রফেসর সুব্রত নন্দী
বিশেষ অতিথি ঃ প্রফেসর সুলতান আহম্মেদ
উপাধ্যক্ষ, সরকারি সা'দত কলেজ, করটিয়া, টাঙ্গাইল
জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
সম্পাদক, শিক্ষক পরিষদ, সরকারি সা'দত কলেজ, করটিয়া, টাঙ্গাইল
স্বাগত বক্তা ঃ এস এম ছুলায়মান কবীর

"ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা"
শীর্ষক আলোচনা সভা
জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান

"ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা"
শীর্ষক আলোচনা সভা
প্রধান অতিথি
বিশেষ অতিথি ঃ প্রফেসর সুব্রত নন্দী
প্রফেসর সুলতান আহমেদ
জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
সরকারি

ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা
শীর্ষক আলোচনা সভা
প্রধান অতিথি
বিশেষ অতিথি ঃ প্রফেসর সুব্রত নন্দী
প্রফেসর সুলতান আহমেদ
জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
সরকারি

“ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা”
শীর্ষক আলোচনা সভা
প্রফেসর সুলতান আহম্মেদ
জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান

“ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা”
শীর্ষক আলোচনা সভা
প্রধান অতিথি
প্রফেসর সুব্রত নন্দী
প্রফেসর সুলতান আহম্মেদ
জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান

ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা

সাধারণ রীতি হলো- আগে সরকার গঠিত হয়, তারপর প্রতিষ্ঠিত হয় প্রশাসন। বাংলাদেশের মুজিবনগর সরকারের ক্ষেত্রে আগে গঠিত হয়েছিলো প্রশাসন। কথাটা হেয়ালিপূর্ণ মনে হলেও আদতে ঘটেছিল তা-ই।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির ওপর বর্বরোচিত হামলা চালানোর পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেপ্তার হওয়ার আগে ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১০ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্র রূপে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করা হয়।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পাকিস্তানের প্রচারণা ছিল যে, বাংলাদেশের যুদ্ধ 'ইসলাম বিরোধী'। পাকিস্তানের যুক্তি ছিলো, তারা 'ইসলামপন্থি রাষ্ট্র' এবং তাদের সমর্থকরা মুসলমান। অতএব তাদের বিরোধিতা ইসলামের বিরোধিতা। এ প্রসঙ্গে তৎকালীন বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ এইচ এম কামরুজ্জামান বলেন, আমাদের সংগ্রাম ইসলামের বিরুদ্ধে নয়। ইসলামের নীতি ও শিক্ষা করা হবে। সঙ্গে সঙ্গে অন্য ধর্মও রক্ষা করা হবে। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি শোষণমুক্ত রাষ্ট্র, যেখানে মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ থাকবে না, শ্রেণিহীন সমাজ হবে।

মুজিবনগর সরকার গঠনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণে দেখা যায় ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের ভয়াবহ গণহত্যার নৃশংসতার পর আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রধান নেতা তাজউদ্দীন আহমদ বাংলাদেশ সরকার গঠনের পরিকল্পনা শুরু করেন। প্রথম আত্মরক্ষা, তারপর প্রস্তুতি এবং সর্বশেষ পাল্টা আক্রমণ এ নীতিকে সাংগঠনিক পথে পরিচালনার জন্য তিনি সরকার গঠনের চিন্তা করে থাকেন। ১৯৭১ সালের ৩১ মার্চ মেহেরপুর সীমান্ত অতিক্রম করে তিনি ভারতে পৌঁছান।

দিল্লীতে পৌঁছানোর পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বৈঠকের আগে ভারত সরকারের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে তাজউদ্দীন আহমদের কয়েক দফা বৈঠক হয় এবং তিনি তাদের বাঙ্গালীর মুক্তি সংগ্রাম পরিচালনার জন্য যে সব সাহায্য ও সহযোগিতা প্রয়োজন তা বুঝিয়ে বলেন। এ সময় তিনি উপলব্ধি করেন যে, আওয়ামী একজন নেতা হিসেবে তিনি যদি সাক্ষাৎ করেন তবে সামান্য সহানুভূতি ও সমবেদনা ছাড়া তেমন কিছু আশা করা যায় না।

সরকার গঠন ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ঐ সরকারের দৃঢ় সমর্থন ছাড়া বিশ্বের কোন দেশ বাংলাদেশের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিবে না। তিনি আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে ২৬ মার্চ ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা ঘোষণার প্রাক্কালকেই স্বাধীন বাংলাদেশের সরকারের সূচনা হিসেবে মূল্যায়ন করেন। ৪ এপ্রিল দিল্লীতে ইন্দিরা গান্ধীর সাথে সাক্ষাৎকালে তিনি বঙ্গবন্ধুকে স্বাধীন বাংলাদেশের সরকারের রাষ্ট্রপতি এবং নিজেকে প্রধানমন্ত্রী রূপে উপস্থাপন করেন। ইন্দিরা গান্ধী স্বাধীন বাংলাদেশের স্বীকৃতি দান এবং স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। এভাবেই বাংলাদেশ সরকারের ধারণার সূচনা হয়।

ইন্দিরা গান্ধীর সাথে বৈঠক শেষে পশ্চিমবঙ্গের আগরতলায় ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল তাজউদ্দীন আহমদ আওয়ামী লীগের নির্বাচিত এমএনএ এবং এমপিএ নিয়ে অধিবেশন আহবান করেন। এ অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে মুক্তিযুদ্ধ ও সরকার পরিচালনার জন্য মন্ত্রীপরিষদ গঠিত হয়। এই মন্ত্রীপরিষদ এবং এমএনএ ও এমপিএ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি করে সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ঘোষণা করে।

নবগঠিত সরকারের শপথ অনুষ্ঠানের জন্য প্রথমে কুষ্টিয়া জেলার চুয়াডাঙ্গা মহাকুমাকে বেছে নেয়া হয় এবং ১৪ এপ্রিল শপথ গ্রহণের তারিখ চূড়ান্ত হয়। কিন্তু শপথ গ্রহণের তারিখ ও স্থান আকাশবানীর মাধ্যমে প্রচারিত হলে পাকিস্তানী বাহিনী চুয়াডাঙ্গার উপর আক্রোশে ফেটে পড়ে, ব্যাপক বোমা হামলা চালিয়ে চুয়াডাঙ্গা দখল করে নেয় এবং হাডিঞ্জ সেতুর উপর গ্রেনেড বর্ষণ করে সেতুর ক্ষতি করে। পাক হানাদার বাহিনী কর্তৃক চুয়াডাঙ্গা দখল এবং হাডিঞ্জ সেতু আক্রান্ত হলে শপথ অনুষ্ঠানের সময় ও স্থান পাল্টায়। পরবতীর্তে শপথ অনুষ্ঠানের জন্য ১৭ এপ্রিল তারিখ এবং ভারত সীমান্তবতীর্ মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলাকে বেছে নেয়া হয়।

১৭ এপ্রিল কাক ডাকা ভোরে ১০০টি বাস ও গাড়িতে করে কলকাতার প্রেসক্লাব, হোটেল গ্র্যান্ড ও হোটেল পার্ক এবং কলকাতার পাশ্ববতীর্ এলাকা থেকে জনপ্রতনিধি, রাজনীতিবিদ, দেশি—বিদেশি সাংবাদিকদের নিয়ে মেহেরপুরের দিকে পথযাত্রা শুরু হয়। মেহেরপুরের দিকে এই যাত্রা ছিল এক অজানা ও অনিশ্চিত পথযাত্রা। শুধু নিশ্চিত ছিল স্বাধীনতা।

মেহেরপুরের তৎকালীন মহাকুমা প্রশাসক তওফিক এলাহী চৌধুরীর উদ্যোগে অনাড়ম্বরপূর্ণ শপথ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ছোট একটি মঞ্চে শপথ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নেয়া হয়। দেবদারুর কচিপাতায় রচিত তৈরি হয় তোড়ন। তোড়নের দু'পার্শ্বে শোভা পায় বঙ্গবন্ধুর ছবি। শপথ গ্রহণ স্থলে সকাল ৯ টা থেকেই নেতৃবৃন্দ ও আমন্ত্রিত অতিথিদের আগমন শুরু হয়। উপস্থিত ছিলেন দেশি—বিদেশি সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ, গ্রামবাসী ও ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা। বিদেশি সাংবাদিকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মার্ক টালি ও পিটার হেস। পবিত্র কোরান তেলোয়াত এবং গীতা পাঠের পর আনসার বাহিনীর ছোট একটি দলের অভিবাদন গ্রহণ শেষে স্থানীয় শিল্পীদের জাতীয় সঙ্গীত "আমার সোনার বাংলা" পরিবেশনার মধ্য দিয়ে সৈয়দ নজরুল ইসলাম বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। সেই অনুষ্ঠানে পবিত্র কোরআন তেলোয়াত করেছিলেন ১৭ বছরের এক কিশোর বাকের আলী। আওয়ামী লীগের চীফ হুইপ অধ্যাপক শেখ মো. ইউসুফ আলী বাংলার মুক্ত মাটিতে স্বাধীনতাকামী কয়েক হাজার জনতা এবং শতাধিক দেশি-বিদেশি সাংবাদিকদের সামনে দাঁড়িয়ে ৪৬৪ শব্দের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন।

ঘোষণাপত্রে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ইউসুফ আলী রাষ্ট্রপ্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতে উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে সৈয়দ নজরুল ইসলামকে শপথ বাক্য পাঠ করান। তাঁকে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়। এরপর অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি একে একে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর তিন সহকর্মীর্কে পরিচয় করিয়ে দেন। শপথ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সংসদ সদস্য জনাব আব্দুল মান্নান। অনুষ্ঠানে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী উভয়েই বক্তব্য পেশ করেন।

ঐতিহাসিক মুজিবনগর সরকার
গঠনঃ ১০ই এপ্রিল ১৯৭১
শপথ গ্রহণঃ ১৭ই এপ্রিল ১৯৭১
স্থানঃ মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার আম্রকানন
রাষ্ট্রপতি : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
উপ-রাষ্ট্রপতি : সৈয়দ নজরুল ইসলাম
প্রধানমন্ত্রী : তাজউদ্দিন আহমেদ
অর্থমন্ত্রী : এম. মনসুর আলী
স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী : এম কামরুজ্জামান
পররাষ্ট্র মন্ত্রী: খন্দকার মোশতাক আহমেদ

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এই সরকারের ভূমিকা ছিল অসামান্য।

এ সরকারের সবচেয়ে মূল্যবান ভূমিকা ছিল মুক্তিযুদ্ধের সময়জুড়ে আশার আলোকবর্তিকা প্রজ্বলিত রাখা। এ সরকারই দেশের আপামর মানুষের মনে এই বিশ্বাস জুগিয়েছে যে দেশে মুক্তির যে লড়াই চলছে, তার শেষে নতুন সূর্য উঠবে।

মুক্তিযুদ্ধের সংগঠন ছিল মুজিবনগর সরকারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। বাংলাদেশ থেকে দলে দলে যুবকেরা ভারতে যাচ্ছিল প্রশিক্ষণের আশায়। সরকার এদের জন্য ইয়ুথ ক্যাম্প পরিচালনা করছিল।

যুদ্ধের সময় প্রায় এক কোটি শরনার্থী পাশের দেশ ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের নানাবিধ সমস্যা ও সংকট উত্তরণে ভারত সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা ছিল খুব দরকার।

সরকার চালাতে গেলে অর্থের জোগান দরকার। মুজিবনগর সরকার পরিচালনায় মুক্তিযুদ্ধের সময় যত অর্থ ব্যয় হয়েছে, তার একটি বড় অংশ এসেছে বাংলাদেশ থেকে। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা কোষাগারের টাকা ভারতে নিয়ে গিয়েছেন। এসব অর্থের প্রায় সবটাই মার্চ-এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে হস্তান্তরিত হয়ে যায়। বাংলাদেশ থেকে নিয়ে যাওয়া পাকিস্তানি মুদ্রা কাবুলে পাঠিয়ে ভারতীয় মুদ্রায় রূপান্তরিত করে নিতে হতো। এ প্রক্রিয়াটি ছিল ধীর ও জটিল। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে নিজ থেকে এসব মুদ্রা বিনিময় করা সম্ভব ছিল না। এ জন্য এজেন্ট নিয়োগ দিতে হতো। তারাও তড়িঘড়ি করে কাজটি করতে পারত না। এসব জটিলতার মধ্যে পাকিস্তান সরকারের আদেশ বলে মুদ্রাগুলো অচল হয়ে যায়। তারপর জুন-জুলাই মাসের পর থেকে মুদ্রাগুলো আর ভাঙানো সম্ভব হয়নি। অর্থের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস ছিল ভারতের বিভিন্ন রাজ্য সরকারের ঘোষিত অনুদান। অনুদানের অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা হয়। টাকা পাওয়ার তৃতীয় উৎস ছিল প্রবাসীদের দান। এছাড়া বিক্ষিপ্ত কিছু উৎস ছিল। কিছু সতর্কতামূলক ব্যবস্থার মধ্যে ছিল সরকারি কর্মকর্তাদের বেতন হ্রাস।

২১ এপ্রিল বাংলাদেশ সরকার বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে বহির্বিশ্ব ও জাতিসংঘে বাংলাদেশের কূটনৈতিক মিশনের প্রতিনিধি নিয়োগ করে। এরই ধারাবাহিকতায় এশিয়া ইউরোপসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশের বাঙালি কর্মচারী-কর্মকর্তাগণ বাংলাদেশের প্রতি অনুগত্য প্রকাশ করতে থাকেন। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূলনীতিই ছিল- 'সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো প্রতি বিদ্বেশ নয়।

নবজাত রাষ্ট্রের এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের জনগণকে তাদের বীরত্ব, সাহসিকতা ও বিপ্লবী কার্যক্রমের মাধ্যমে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে স্বাধীনতা লাভের লক্ষে অদম্য স্পৃহায় মরণপণ যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে আন্তর্জাতিক জনমত সৃষ্টি ও মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকার পরিচালনায় নবগঠিত এই সরকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং এই সরকারের যোগ্য নেতৃত্ব ও দিক-নির্দেশনায় মুক্তিযুদ্ধ দ্রুততম সময়ে সফল সমাপ্তির দিকে এগিয়ে যায়। এই সরকার গঠনের ফলে বিশ্ববাসী স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামরত বাঙালিদের প্রতি সমর্থন ও সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেন। অবশেষে ৩০ লক্ষ শহীদের রক্ত এবং ২ লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর অর্জিত হয় চূড়ান্ত বিজয়। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে মুজিবনগর সরকারের গুরুত্ব ও অবদান চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

তথ্য সূত্র:
১. স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস- মুনতাসীর মামুন
২. প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি – বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী
৩. মুজিবনগর কাঠামো ও কার্যবিবরণ- আফসান চৌধুরী
৪. মুজিবনগর সরকার ও বর্তমানে বাংলাদেশ- আকবর আলি খান
৫. মূলধারা '৭১- মঈদুল হাসান

উপস্থাপনায়:
মোঃ আতিকুর রহমান, প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সরকারি সা'দত কলেজ, করটিয়া, টাঙ্গাইল

"ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা"
শীর্ষক আলোচনা সভা
অধ্যক্ষ, সরকারি সা'দত কলেজ, করটিয়া, টাঙ্গাইল
প্রফেসর সুলতান আহম্মেদ
উপাধ্যক্ষ, সরকারি সা'দত কলেজ, করটিয়া, টাঙ্গাইল
জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
সম্পাদক, শিক্ষক পরিষদ, সরকারি সা'দত কলেজ, করটিয়া, টাঙ্গাইল
এস এম ছুলায়মান কবীর
সকাল ১০.৩০

"ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা"
শীর্ষক আলোচনা সভা
সকাল ১০.৩০

“ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা”
শীর্ষক আলোচনা সভা

“বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ধরে আনব হাসি সবার ঘরে”